Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ মে, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১২ মে, ২০১৪ ২৮ বৈশাখ, ১৪২১

জেলা জুড়ে পালিত হলো ১৫৪ তম রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৯ মে : নির্বাচন উন্মাদনায় ১৫৪তম রবীন্দ্র জয়ন্তী ম্লান হলো জেলা জুড়ে। অন্যান্য বৎসর রবীন্দ্রজয়ন্তী দিবসে নানা অনুষ্ঠানে মুখর থাকত শহর জুড়ে। এবার সাদামাঠা ভাবে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। সকাল থেকে প্রভাতফেরী সহ নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এদিন পালন করা হয়।

বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ - এব. আয়োজন ও সংবাদ প্রভাতীব. সহযোগিতায় টাউন হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বরাজ নিয়োগী; আরাত্রিকা ভট্টাচার্য, নির্মল ভট্টাচার্য প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন সুকৃতি ঘোষাল, সত্যজিৎ ভট্টাচার্য, সনৎ ভট্টাচার্য, দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ। রবীন্দ্র ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী, সলিল ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন দেবেশ ঠাকুর, অনন্ত মণ্ডল, বিকাশ বিশ্বাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি বর্ধমান শহর যুগ্ম আহ্বায়ক, অংশুমান কর, সুকৃতি ঘোষাল, বিশ্বাস, সঙ্গীতা দাঁ প্রমুখ। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ, ইমন কল্যাণ, তবলা তরঙ্গ সঙ্গীত অ্যাকাডেমি, সতীপ্রসাদ সঙ্গীত একাডেমি সহ বিভিন্ন সংগঠন। আবৃত্তি পাঠ কনের ললিতা কোঙার। মঞ্জুরিতা চক্রবর্তী, তৃষা চট্টোপাধ্যায়, কাকলি রায় প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন রাতুল চক্রবর্তী, জয়তী ভট্টাচার্য, সুনেত্রা চক্রবর্তী, সুপ্রকাশ চৌধুরী, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সহযোগিতায় বিমলানন্দ রায়, জগন্নাথ ভৌমিক, শান্তনু চক্রবর্তী প্রমুখ। রবীন্দ্র উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি বর্ধমান শহর, রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী পালন করলেন তিনকোনিয়ার 'জাগরী' সভাকক্ষে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আলাপ সংস্কৃতি সংস্থা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌমনস্ মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়, অলোক কুমার সভাপতিত্ব করেন কামাক্ষাচরণ মুখোপাধ্যায়, ছন্দম নৃত্যালয়ের পক্ষ থেকে রাধানগর ষষ্ঠীতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তীর উদ্বোধন করেন ডঃ সৈয়দ তানভীর নাসরিন। বিভিন্ন ক্লাব, গণসংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নৃত্য, কবিতা পাঠ, আবৃতি, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এদিনটি পালন করা হয়।

এদিন সকালে উত্তর ফটকে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান করেন অরুণ মজুমদার, রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে আবলু হাসান প্রমুখরা।

বর্ধমান জেলার ৮টি বুথে পুনর্নির্বাচন ১৩ মে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ৩০ এপ্রিল তৃতীয় দফার ভোটপর্বে বর্ধমান জেলার ৮টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৩ মে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এছাড়াও ২৭৪ গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের ৩টি বুথ যথা ২৮, ১৭৪ ও ১৭৫ -এ পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছে। যে বুথগুলিতে লোকসভার পুনর্নির্বাচন হবে সেগুলি হল— বর্ধমান পূর্ব ২৬২ জামালপুর বিধানসভার ২৭ নং বুথ, বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের ২৬৭ ভাতারের ১২৬ নং বুথ, ২৭৪ গলসির ২৮, ১৭৪ ও ১৭৫, বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৭২ মঙ্গলকোটের ১৪ ও ৫৩ নং বুথ এবং ২৭৩ আউশগ্রামের ২৮ নং বুথে।

লোকসভা নির্বাচন ৪র্থ দফা

আসানসোল জুড়ে ব্যাপক রিগিং ও ছাপ্পা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৭ মে : আজ ভোটের দিন কাল্লায় সি পি আই(এম) কর্মীদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। অভিযুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীরা এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নেতাজি কলোনী সহ বিভিন্ন জায়গায় বহিরাগত দুষ্কৃতীরা বাইক নিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সি পি আই(এম) পার্টি কর্মীদের শাসাচ্ছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়।

জামুড়িয়ার সত্তোর গ্রামে পুলিশ পিকেট থাকা সত্ত্বেও বাউরি পাড়ায় সি পি আই(এম) সমর্থক ফিরত বাউরির খামারে খড়ের পালুইয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুড়ে গেছে প্রায় ৬০ কাহন খড়। জামুড়িয়ার প্রয়াত কৃষক নেতা বসু বাউরির আবক্ষ মূর্তি ভেঙে দিয়েছে তারা রাতের অন্ধকারে। রূপনারায়ণপুর, গৌরান্ডির গ্রামে গ্রামে হামলা চালিয়েছে। ৮ মে সকালে ছোটকর গ্রামে রঞ্জিত বাউরি সহ অন্যান্য বামফ্রন্ট কর্মীদের উপর চরাও হলে গ্রামের মহিলারা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন হামলা আক্রমণ থেকে তারাও বাদ যাননি।

বারাবনি বিধানসভা এলাকার পুটুলিয়া, ইটাপাড়া, আছড়া, কাটাপাহাড়ি, জামুজুড়ি, পাঁচগাছিয়া বুথগুলিতে সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবি করা হয়। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ১৮টি, রানিগঞ্জ কেন্দ্রে ৬টি, জামুড়িয়া কেন্দ্রে ১৩টি, পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রে ১৬টি এবং বারাবনি কেন্দ্রের ১৩টি বুথ সহ মোট ৬৬টি বুথে ব্যাপক রিগিং ও ছাপ্পা ভোট হয়েছে। ওই বুথগুলিতে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বামফ্রন্ট।

নির্বাচন কমিশন তার কথা রাখেনি। তারা বলেছিল সব অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। পুরনো অভিযোগ তাও খতিয়ে দেখবে। দেখে ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু কী ব্যবস্থা তারা নিয়েছে তা জানা যাচ্ছে না। ভিডিওগ্রাফি, সি সি টিভি, মাইক্রো অবজারভারদের রিপোর্ট কোথায় গেল? অবাধ দূর অস্ত, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের 'ভোট' তাই 'ভাট' হল! আর নির্বাচন কমিশন ভাঁড়ের ভূমিকা পালন করলেন। প্রমাণ করলেন তাঁরা হলেন সত্যিই কাগুজে বাঘ!

জামুড়িয়ার ১৭ নং বুথে পোলিং এজেন্ট শ্যামাপদ বাউরির বাড়ি ভাঙচুর করেছে তৃণমূলিরা। ২২৫ নং বুথ থেকে সি পি আই(এম) এজেন্ট অঙ্গন বাউরিকে তুলে নিয়ে যায়। খোট্টাডি-র তিনটে বুথে শাসক দল বিরোধী কোনো এজেন্টকেই বসতে দেয়নি। এই বুথ এবং কেন্দার পাঁচটি বুথে দল বেঁধে তারা ছাপ্পা ভোট দিয়েছে। এমনি করে পাণ্ডবেশ্বরের দুটি বুথের তারা দখল নিয়েছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সি পি আই(এম) কর্মী মোহন বৈদ্যর মাথা ফেটেছে।

নতুনডাঙায় ভোট দিতে গিয়ে প্রতিবন্ধী মহিলা খাণ্ডা বাদ্যকর আক্রান্ত হলে তিনি হইল চেয়ারে চার কিলোমিটার দূরে বিডিও অফিসে গিয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ জানান। বিডিওর সঙ্গে এসে তিনি ভোট দিলেও চন্দ্রডাঙা আদিবাসী গ্রামের মানুষকে ভয় দেখিয়ে গ্রামে আটকে রাখা হয়। রানিগঞ্জ শহরের অদূরে মহাবীয় কোলিয়ারি অঞ্চলের বেশির ভাগ বুথে ভোটারদের ভোট দিতে যেতে দেওয়া হয়নি।

আসানসোল দক্ষিণে, কাঁকড়ডাঙা, আসকুল সব বুথ দখল করে তৃণমূলিরা ভোট দিয়েছে।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত খণ্ডঘোষ বিধানসভায় ভোট লুট করলো তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ, ৭ মে : তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ নিয়ে তুমুল হইচইয়ের পরেও অবাধ ও সুষ্ঠভাবে হলো না চতুর্থ দফার ভোটগ্রহণ। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভা। বিধানসভার একাধিক বুথে এজেন্টকে মেরে বের করে দেওয়া, ভোটারদের বুথে না আসতে দেওয়া হলেও তৃণমূলিদের তৈরি করা ব্যারিকেড প্রতিরোধ করে মিছিল করে ভোট দিতে আসে ভোটাররা। তা সত্ত্বেও খণ্ডঘোষে ব্যাপক ভোট লুট করলো তৃণমূল কংগ্রেস। তারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে এজেন্টদের বার করে দিয়ে ভোট লুট করেছে খণ্ডঘোষের ৩২টি বুথে। ২০টি বুথের সি পি আই(এম) এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। ১২টি বুথে কোনো এজেন্টকে বসতেই দেয়নি। ইর গ্রামে তাদের প্রতিরোধ করতে গেলে বোমা মারে, রড, লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। হামলায় কয়েকজন সি পি আই(এম) কর্মী আহত হন। নেপাল মাঝি বোমার আঘাতে গুরুতর আহত হন। নেপাল মাঝিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পলেমপুর প্রাথমিক স্কুলে ১৪৩ নং বুথে অরূপ মাঝি নামে এক ভোটকর্মী সহ প্রিসাইডিং অফিসারকে সরানো হয়। অভিযোগ অরূপ মাঝি নামে ওই ভোটকর্মীর কাজ ছিল ভোটের কাজে নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারদের বুথে জল সরবরাহ করা। অরূপ মাঝি জল দিতে এসে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে যে সেখান থেকে সরাসরি দেখা যায় ই ভি এম। কে কোথায় ভোট দিচ্ছে তা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়টি 'নিউজ চ্যানেলগুলিতে প্রকাশ পেলে নির্বাচন কমিশন নড়েচড়ে বসে। আরও অভিযোগ অরূপ মাঝি নাকি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। তাকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। ১৯৬ নং বুথে সুলতানপুর গ্রামে সি পি আই(এম)-এর এজেন্টকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এই এজেন্টকে তুলে নিয়ে গেছে। এছাড়াও খণ্ডোষোষ বিধানসভার দুর্গাপুর, ছাতিমপুর, সেহারাবাজার কাঁটাপুকুর, আমড়াল, কুলে, আড়াডাঙা, দইচাঁদা, বোঁয়াই বুথগুলিতে ব্যাপকভাবে ভোটলুট করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা।

সায়নদীপ মিত্রের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ মে : রাজ্যের পঞ্চম দফা নির্বাচনে কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বিভিন্ন বুথে ভোটের নামে রাজ্যবাসী দেখলো প্রহসন, গুলি, বোমা, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট। ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি সায়নদীপ মিত্রের উপর বর্বরোচিত হামলা। হাড়োয়ায় নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর গুলিবর্ষণ সহ বামপন্থী কর্মী নেতাদের উপর নৃশংস আক্রমণ। ভোটের নামে নারকীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ডি ওয়াই এফ আই ও এস এফ আই শহর জোনাল কমিটির ডাকে আজ বিকালে কার্জনগেটের কাছে এক প্রতিবাদ সভা করা হয়।

নতুন চিঠি

১২ মে, ২০১৪

হায় পশ্চিমবঙ্গ!

লোকসভা ভোটের শেষ অধ্যায় এ রাজ্যের ভোটচিত্র আগের পর্যায়গুলির মতোই ভয়ঙ্কর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয়ঙ্করতর। নির্বাচন কমিশনের ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও এলাকায় এলাকায় বুথে বুথে চলেছে তৃণমূলি সন্ত্রাস, মারদাঙ্গা ও ছাপ্পা ভোট। এই পর্যায়ের অতিরিক্ত পাওনা তৃণমূলের সরাসরি গুলিচালনা, যাতে গুরুতর আহত হয়েছেন মহিলারাও। বাড়ি বাড়ি ভয় দেখানোর ফলে ভোটকেন্দ্রেই আসেন নি বহু সংখ্যক মানুষ। এমনই ত্রাসের আবহ তৈরি করা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পরিদর্শক এবার পথে নামলেও তাঁর ভরসার উপরও কেউ আস্থা রাখতে রাজি নন। কেননা তাঁর কেরামতি লোকে বুঝে গেছে। মানুষ ভয় পেয়েছেন মিডিয়ার সামনেও মুখ খুলতেও। সবারই ভয়, নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষ হলে ১৬ মে-র পরে কী হবে।

আসলে তিন বছর হতে না হতেই পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল শাসন এক আতঙ্কের শাসনে পরিণত হয়েছে। সমস্ত অন্ধকারের শক্তিরা এক জোট হয়ে সারা রাজ্য দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসান্ত্রীরা এই আপশক্তিকে উসকে চলেছেন। সুপ্রিম কোর্ট সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তের দায়িত্ব সি বি আই কে দেওয়ার পর অপমান ও আতঙ্কে তৃণমূল নেতৃত্ব ক্ষিপ্ত হয়ে মস্তানবাহিনীকে যা-খুশি তাই করার ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন।

সারা ভারত জুড়েই তো লোকসভা নির্বাচন সম্পন্ন হলো, কোথাও পশ্চিমবঙ্গের মতো কোনো উদাহরণ নেই। পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় গণতন্ত্রের লজ্জায় পরিণত হয়েছে। তৃণমূলনেত্রী তার জন্য অবশ্যই গর্ব অনুভব করতে পারেন।

খোয়াই-এর আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ মে : আধুনিক প্রকাশনা জগতে এক সম্ভাবনাময় সংযোজন 'খোয়াই' তার পথচলা শুরু করেছে। তিনকোনিয়া গুডশেড রোডে, বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে 'খোয়াই' -এর উদ্যোগে আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। 'ছোট প্রকাশনা : সাফল্য ও সম্ভবনা' শীর্ষক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন রাজকুমার রায়চৌধুরী, প্রধান অতিথি সুজাতা সান্যাল চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলবরণ সাহা, নিরুপম চৌধুরী, স্বাতী ঘোষাল, বিশেষ অতিথি শ্যামল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ডা. মৈনাক মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা সংকলন 'সুন্দরের কাছাকাছি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি রাজকুমার রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন ইন্দিরা জানা, সমবেত সঙ্গীতে রঞ্জিনীর পক্ষে অংশ নেন উজ্জ্বল নন্দী, শিপ্রা সিন্‌হা, সঙ্গীতা দাঁ, সুমন মিত্র, মিলন হীরা এবং বিপাশা বিশ্বাস। এস্রাজ বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন অনুজিৎ রায় চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডা. মৈনাক মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানব মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জুরিতা চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহ্বায়িকা চিন্ময়ী ভট্টাচার্য।

এক ডজন প্রশ্ন

১. স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্বভারতীয় কৃষক নেতা বঙ্কিম মুখার্জি কোথায় কবে জন্মান? কবে প্রয়াত হন?
২. 'প্রাভদা' পত্রিকা কোথা থেকে কবে কার নেতৃত্বে প্রথম প্রকাশিত হয়?
৩. এভারেস্টের (শৃঙ্গের) উচ্চতা পুনঃনির্ধারিত কবে কিসের সাহায্যে করা হয়? এখন উচ্চতা কত?
৪. কৃষক তথা কমিউনিস্ট নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে হয়েছিল?
৫. অলিম্পিক মশাল নিয়ে এভারেস্টের চূড়ায় কে কবে উঠেছিলেন?
৬. আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র পুরস্কার কবে ঘোষণা হয়? কে ঘোষণা করেন?
৭. ভারতে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট কবে শুরু হয়েছিল? কতদিন চলেছিল?
৮. জন ব্রাউন কে ছিলেন? কবে জন্ম ও মৃত্যু হয়?
৯. লুক্সেমবুগ কোথায় অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানীর কোথায়?
১০. স্বাধীনতা সংগ্রামী, কমিউনিস্ট নেতা শিবশংকর চৌধুরীর কবে জন্ম হয়? কবে শহিদ হন?
১১. আন্তর্জাতিক নার্স দিবস কবে পালিত হয়? কার স্মরণে? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে?
১২. সন্দেশ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন? কবে জন্ম ও মৃত্যু হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

আমি পাই নে তোমারে

সুকৃতি ঘোষাল

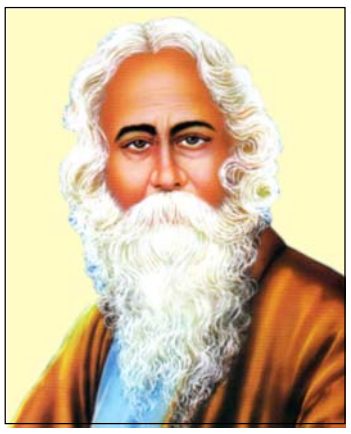

সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনাতে নজরুল—কথাটা কতটা ঠিক সে নিয়ে বাঙালি হৃদয়েও আজকাল সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন, তাঁকে সম্পদ বলে স্বীকার করি আমরা। কিন্তু ফেসবুক-টুইটারে মগ্ন বর্তমান প্রজন্মের কাছে কি মনে হয় সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে বাদ দিয়ে কিছু ভাবা সম্ভব নয়? একথা সত্য বাংলা শিক্ষার্থীর কাছে 'বর্ণপরিচয়'-এর পরই গুরুত্ব পায় 'সহজ পাঠ'। কিন্তু একদিকে যেমন বাংলা ভাষা শেখার গুরুত্ব কমেছে অন্যদিকে যারা বাংলা পড়তে শিখছে তারাও সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠে ততটা আগ্রহী নয়। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি। কিন্তু নির্জলা সত্যটা হল, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও কথাটা খাটে, তা আমরা 'বিশ্বকবি', 'কবিগুরু' যে বিশেষণেই তাঁকে অভিহিত করি না কেন।

অন্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা পার্থক্যের জায়গা অবশ্য আছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বস্তরে বাংলা পাঠ্যসূচিতে রবীন্দ্র রচনা স্থান পেয়েছে। সব সাহিত্যিকের সে ভাগ্য হয়নি। কিন্তু সে তো সামান্য কয়েকটি বিশেষ পরিচিত কবিতা বা ছোটো গল্প, স্নাতক স্তরে গিয়ে হয়তো কোনো নাটক বা উপন্যাস। এছাড়া, বাংলার বরেণ্য সব সাহিত্যিকের জন্মদিন মনে রাখেনি বাঙালি। কিন্তু ২৫ বৈশাখ বাঙালির কাছে এক শুভ তিথি; সঙ্গীত-নৃত্য-আবৃত্তি-কথায় রবীন্দ্রপ্রণামের — গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার এক লগ্ন। কিন্তু একটু ঠাহর করলে বোঝা যায় সেটাও কিছুটা হুজুগের মতো হয়ে উঠছে আজকাল। যারা শিল্পী তারা হয়তো আন্তরিক, কিন্তু এক মঞ্চের অনুষ্ঠানের পাট চুকিয়ে মঞ্চান্তরে যাবার তাড়া থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ গৌণ, শিল্পির উপস্থাপনদক্ষতার প্রদর্শনই মুখ্য। আর শ্রোতা? তিন ঘন্টার অনুষ্ঠান হলে ৫০টি চেয়ার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রোতার দখলে, অনুষ্ঠানের মাঝে দূরভাষের কর্কশ নিনাদের কথা না হয় বাদ দিলাম।

২৫ বৈশাখের বাৎসরিক কবিপ্রণামের আর একটা দিক হল এর উৎসব-উৎসব চেহারা। কবির ভাবনাকে ছুঁতে আমরা যত না আগ্রহী তার থেকে বেশি আগ্রহী একটা বিনোদনমূলক সময় কাটানোর হুল্লোরে মাততে। কিন্তু এই হৃদয়হীন আড্ডাবাজি যা 'শুধু হাসি-খেলা প্রমোদের মেলা, মিছা কথার ছলনা'—এজন্য তো কবি গাইতে চাননি, সৃষ্টি করেননি তাঁর রচনা সম্ভার। ২৫ বৈশাখের বাইরে বাকি ৩৬৪ দিন আম-বাঙালির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় টিভির অনুষ্ঠানে, সিনেমার পর্দায়, বিশেষ মুহূর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারসূত্রে। এক্ষেত্রেও বিনোদনের ঝাঁঝটা প্রখর, যদিও সু-প্রযুক্ত হলে সে সঙ্গীত একটা আবহ তৈরি করে, রসিকের হৃদয়তন্ত্রীতে হয়তো সুরের ঢেউ তুলতেও সক্ষম হয়।

তা হলে আমাদের চেতনায়, আমাদের অনুভবে রবীন্দ্রচিন্তার উপস্থিতি কীভাবে সুনিশ্চিত করা যায় সেটাই মূল বিবেচ্য। রাস্তার মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্যাসেট চালিয়ে কি সেটা করা যাবে? সম্ভবত না, কারণ কোনো ভাবনা আমাদের অনুভবে ধরা দেয় তখনই যখন আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাই। ইথারে অজস্র ধ্বনিতরঙ্গ রয়েছে, আমি রেডিওর নব ঘুরিয়ে বা টিভির রিমোটে চ্যানেল পাল্টে যে ওয়েভটি বাছব, সেটির অনুষ্ঠান আমার কানে আসবে বা পর্দায় ভাসবে। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করতে হলে তাঁর ঔপনিষদিক প্রজ্ঞার স্তুতিতে ভাষণের ফোয়ারা ছোটালে হবে না; একালের জীবন সংগ্রামে তাঁর কোন কোন ভাবনা প্রাসঙ্গিক তা চিহ্নিত করে চর্চা করতে হবে। আজ যে সর্বব্যাপী হিংসা, ক্ষমতার উন্মত্ত আস্ফালন, সভ্যের বর্বর লোলুপতা, নারীর অবমাননা, মিথ্যাশ্রয়ী, ধাপ্পাবাজি রাজনীতি, পরিবেশ-বিধ্বংসী উন্নয়নকাণ্ড, আক্রান্ত শৈশবের অসাহয়তা—এ সবের বিরুদ্ধে সরব যে রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের চিনতে হবে, তাঁর ভাবনায় আলোকিত হয়ে পথ খুঁজতে হবে। আমাদের আটপৌরে জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে যে রবীন্দ্রনাথ তিনি থাকুন মাঝে মধ্যে আমাদের মনকে সজ্জিত করার সযত্নে রক্ষিত অলঙ্কার হয়ে। কিন্তু কবিই তো সাবধান করেছেন 'অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে / মিলনেতে আড়াল করে'। সেই আড়ালটুকু ঘোচাতে গেলে আমার দিনযাপনের মধ্যে তিনি কতটা প্রাসঙ্গিক তার বিচার করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ হয় যে উচ্চতা সম্ভ্রম জাগায় তার চেয়ে যে নৈকট্য ঘনিষ্ঠতা বোঝায় তাকে ঢের বেশি মূল্যবান মনে করতেন : 'যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে / সুদূর আকাশে আঁকা / আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর / প্রজাপতিটির পাখা'। দুঃখ এই, আমরা রামধনুর রঙ নিয়ে মাতি, প্রজাপতি পাখার বাহার চোখ তুলে দেখি না।

শহিদ শিবশংকর চৌধুরী : জীবনপঞ্জি

১৯৭১ সালের ২৩ মে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন শিবশংকর চৌধুরী। বর্ধমান থানা থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে প্রয়োজনী দোকানের কাছে এই ঘটনা ঘটে। প্রকাশ্য দিনের বেলা বর্ধমানের বি সি রোডে প্রথমে গুলি করে সাইকেল থেকে তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়, তারপর ছুরি মেরে হত্যা করা হয়। থানার এত কাছে ঘটনা ঘটলেও মৃতদেহ রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়েছিল।

শিবশংকর চৌধুরী(ডাক নাম কালো) ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আদর্শ কমিউনিস্ট। ১৯১২ সালের ১০ মে কাটোয়া মহকুমার বাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা প্রভাবতী দেবী এবং পিতা রাখালদাস চৌধুরী।

১৯২৩ সাল : বাজার গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে মাথারুন এন সি ইনস্‌টিটিউশনে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তখন সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত কবি, শিক্ষাবিদ কুমুদরঞ্জন মল্লিক। ছাত্রাবস্থাতেই শিবশংকর স্বদেশী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন।

১৯২৯-৩০ : জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ল্যান্টর্ন লেকচারের অনুসরণে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে কুটীর শিল্প, বিভিন্ন শিক্ষা আন্দোলনেও যুক্ত হন।

১৯৩০ সাল : গান্ধিজির লবন আইন অমান্য আন্দোলনের ডান্ডি অভিযানের সময় সক্রিয় অংশ নেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার পিছাবনিতে লবন আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৩১ সাল : বর্ধমান শহরে সমাজবাদী সম্মেলনে অংশ নেন। এখানে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কৃষকনেতা বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে পরিচিত হন, এখানেই সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই বছরই কুচুটের একটি বাড়ি থেকে 'সাম্য' নামে একটি সাইক্লো করা কাগজ বের হতো। তিনি সরোজ মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী, আমোদবিহারী বসু, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেন।

১৯৩২ সাল : জানুয়ারি মাসে বর্ধমান শহরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার বরণ করেন। তাঁর ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা না দেওয়ার কারণে আরো ছ'মাস জেল খাটতে হয়েছিল। বর্ধমান জেল থেকে দমদম অতিরিক্ত স্পেশাল জেল, তারপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, সেখান থেকে মেদিনীপুরের হিজলী জেলে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। ৭ এপ্রিল তাঁকে পুলিশ প্রচণ্ড অত্যাচার করে। তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কপাল কেটে যায়। আসামী মরে যেতে পারে ভেবে পুলিশ প্রশাসন থেকে তাঁর মাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল শেষবারের মতো মা যেন তাঁকে দেখে যেতে পারেন! ২৪ এপ্রিল তাঁর মা এসে তাঁকে দেখেন। প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেন নি।

১৯৩৫ সাল : টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় আবার জেল হয়। তখন তাঁকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়েছিল।

১৯৩৬ সাল : ঢাকা জেলার এক থানায় অন্তরীণ অবস্থায় বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল।

১৯৩৮ সাল : তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। সেই সময় বিনয় চৌধুরী এবং হরেকৃষ্ণ কোঙারও সভ্য হন।

১৯৪০-৪২ সাল : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের বর্ধমান জেলা সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৩সাল : দুর্ভিক্ষের সময় বর্ধমানে খাদ্য সংগ্রহ, প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে রেশনকার্ড তৈরি করে নিরন্নদের জন্য বিলির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৪০, ১৯৪২, ১৯৪৯ সালেও তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। দীর্ঘদিন তিনি আত্মগোপন করতেও বাধ্য হন।

১৯৪৬ সাল : তাঁর নেতৃত্বে কারামুক্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের বীর সেনানী সুবোধ চৌধুরীকে বর্ধমানে সংবর্ধনা জানানো হয়।

১৯৪৮ সাল : আত্মগোপন অবস্থায় সৈয়দ শাহেদুল্লাহ জটিল টাইফায়ডে আক্রান্ত হলে তাঁকে প্রভাত কুণ্ডু এবং সেখ গুলুরের সাহায্যে ডুলি ও রিক্সায় বর্ধমান শহরে নিয়ে আসেন এবং মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম থেকে ৪০ কিমি পথ নিজে সাইকেলে করে ডা. আবুল হাসনাতকে বর্ধমানে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

১৯৬১ সালের ১৭-২২ জানুয়ারি : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নবম রাজ্য সম্মেলন আয়োজনে তিনি ছিলেন পুরোধা।

১৯৬২ সাল : চীন-ভারত যুদ্ধ যখন উগ্র জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে তখনও দেশদ্রোহিতায় অভিযুক্ত কমিউনিস্টদের পক্ষে মামলা পরিচালনায় ব্যবস্থাপনায় তিনি ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়।

১৯৭০ সাল : সাঁইবাড়ি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যাভাবে যখন বামপন্থীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলতে থাকে, তখনও আইনের সাহায্য করতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন তিনি এবং আইনজীবী ভবদীশ রায়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ভবদীশ রায়কে দুষ্কৃতীরা নৃসংশ ভাবে খুন করে । ১৯৭১ সালেই বর্ধমান শহরে ১১ জন গণআন্দোলনের কর্মী সহ সারা জেলায় ৪৪ জন নেতা ও কর্মী খুন হয়েছিলেন।

—সংকলন কাজী আব্দুল করিম

অন্য পথের খোঁজে

অশ্বিনীকুমার

বর্ধমান শহরের রাস্তা এখন মোটর সাইকেল অধ্যুষিত। দিনরাত অবিরাম এই 'স্মার্ট' যন্ত্রের স্রোত এই শহরকে সচকিত করে রাখে। রিক্সা, সাইকেল, পথচারী, সকলেই সন্ত্রস্ত এই যানের বিচিত্র ভঙ্গিমার চলনে। এক, দুই, তিন, কখনও চারজন যুবকের গতির নেশায় এই শহরের রাস্তা এক অসামান্য রূপ পায়। গতির এক অঘোষিত প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে, কখনও সিধে, কখনও বেঁকে, কখনও একবার এদিক, একবার ওদিক করতে করতে নানা ধরনের আওয়াজে শহরবাসীকে সচকিত করে কোন নিরুদ্দেশের যাত্রী এইসব মহামানবেরা? এরা কি আমাদের ঘরের ছেলে মেয়ে? এদের সময় কি ঘড়ির কাঁটার চেয়ে দ্রুতগামী? এরা কারা?

এরা সব আমাদের শান্ত গৃহকোণে সযত্নে লালিত অতি আদরের দুলাল-দুলালী। এরা সব এক ধরনের সচ্ছলতার ফসল। একটু উদ্বত্তের মুখ দেখে আত্মহারা বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছে বড় বড় খেলনা। প্রায়ই প্রাণঘাতী হয় এসব দামি খেলনা। তবু কেনার বিরাম নেই। স্নেহে কাতর বাবা-মায়েরা ভাবে—আহা, এ যুগের ছেলে মেয়ে! একটু আধটু ছুটোছুটি হুটোপাটি তো করবেই। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে হবে না?

বর্ধমান শহরকে ঘিরে মোটর সাইকেলের শো-রুম-এর ছড়াছড়ি। প্রতিদিন তাদের বিক্রির বহর দেখলে অবাক হতে হয়। পছন্দের খেলনাটি পেতে অনেকসময় মাসাধিককাল অপেক্ষা করতে হয়। দাম নিয়ে পরোয়া নেই। লক্ষাধিক টাকায় এই যন্ত্র কেনার হিড়িক দেখে মনে হয়, টাকা কি বর্ধমান শহরের আকাশে বাতাসে উড়ছে? দেখার চোখটাই গেছে পালটে। যে চোখ নিজের বাড়িতে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের অভাব দেখে না, সে চোখ দেখে একটি ঝকঝকে মোটর সাইকেলের অভাব। বুকের ভেতর খাঁ খাঁ করে ওঠে। যে চোখ স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘরে ফ্ল্যাট টিভিতে দামি মোটর সাইকেলে শাহরুখ খানকে দেখে উন্মাদ হয়ে যায়, সে দেখে না ঘরের রঙচটা দেওয়াল, দারজার পেছনে আরশোলার বাসা, দেখেনা নিকৃষ্টমানের লাঞ্চ-ডিনার। ফ্ল্যাট টিভির ঝকঝকে আলোর পেছনের আঁধারে সব অভাব, হারিয়ে যায় বিস্মৃতির তমসায়।

বাড়িতে অসুস্থ বয়স্ক মানুষের শোয়া-বসার কোনো স্বাচ্ছন্দ্য থাক বা না থাক, একটি ঝকঝকে খেলনার জায়গা হয়। ল্যাপটপ, বড় টিভির পরিচ্ছন্ন জায়গা হয়। একটু হাত পা ছড়িয়ে বসে খাওয়ার, পড়ার, বিশ্রামের জায়গা না হলেও চলে। সচ্ছলতার সংজ্ঞা অনেকের কাছে এরকমই। রাস্তায় রাস্তায় ছুটেচলা বহু বাইকআরোহীর জীবন এরকম খাতেই বইছে। এরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবকে অভাব ভাবে না। রাস্তার ধারে ফল বিক্রেতাকে এরা দেখতে পায় না। অথচ অঙুর পচিয়ে একটু একটু করে তৈরি হওয়া নানা মদের রঙিন বোতল এদের মাথায় তুফান তোলে। ওই তুফান কেনে বাবার শ্রমের টাকায়, তারপর হয়তো ঝড়ের গতিতে বেসামাল মোটর সাইকেল ধাক্কা মারে কোনো চলন্ত ট্রাক-বাসকে বা মুখথুবরে পড়ে হাইওয়ের ধারে। পুলিশ হয়তো খুঁজে পায় রক্তাক্ত কটি লাশ। লাশকাটা ঘরে সনাক্ত হয়, হতভাগ্য বাপ-মায়ের জীবন অন্ধকারে ডুবে যায়। যদি বেঁচে যায়, হয়তো লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মাসের পর মাস হাসপাতালে কাটিয়ে বগলে ক্রাচ নিয়ে পঙ্গুত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়ায় বাকি জীবন। এসব নাটকীয় পরিণতি না হলেও, মদের ঘোর এদের জীবনকে আস্তে আস্তে টেনে নামায় অন্ধকারের কিনারায়। লিভার নষ্ট করে, পেটে জল জমে, ধীরে ধীরে সে বন্দি হয় নিজের ঘরে। রোগ-যন্ত্রণায় তিলে তিলে কষ্ট পেয়ে হয়তো একদিন মরনে তার যন্ত্রণার অবসান হয়। বয়স হয়তো তখন তার তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

হাতে টাকা এলেই বাঁচা সহজ তা নয়। টাকাটা নিয়ে আমি কী করব তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর খরচ করে ঘরে ফ্রিজের ভেতর দামি বিদেশি মদও কেউ রাখতে পারে। কেউ এর বদলে সুন্দর কাঁচের আলমারিতে বিশ্বসাহিত্যের সঞ্চয় নিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হতে পারে। প্রচুর টাকা খরচ করে জুয়ার অড্ডায় দিনের পর দিন কাটানো যায়। আবার খরচ করে দেশ-বিদেশ ঘুরে নির্মল আনন্দে গা ভাসাতে পারে সচ্ছল মানুষটি। সচ্ছলতার ফলে বাপ-মা পূজোয় ছেলে-মেয়েকে অঢেল খরচ করে পোষাক দিতে পারে। এখানে তাকে কেউ বাধা দেবেনা। আবার কেউ তার বাড়তি টাকার কিছুটা বন্যার্তদের সাহায্যে দান করে। হয়তো এতে পূজোর বাজারে কিছুটা কাটাছাঁট করতে হয় তাকে। তার ছোট ছেলে মেয়ে হয়তো তখন এসব বোঝে না। হয়তো সে আরও দামি জামানা-জুতোর বায়না ধরে। তাকে বিরত করতে হয়তো বাপ-মাকে একটু বেগ পেতে হয়। বড় হয়ে ওই ছেলে-মেয়েরা বন্ধুদের কাছে হাসতে হাসতে তার বাপ-মায়ের 'বোকামির' কথা বলতে বলতে এক ধরনের গোপন সুখ অনুভব করে।

আসলে বাঁচার রকমফেরটা গুরুত্বপূর্ণ। কে কীভাবে বাঁচবে তা তার একার ইচ্ছা বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। কিন্তু সমাজ তার মনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা টের পায় না বেশিরভাগ মানুষ। সবধরনের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলে ধরে নেয়। হাতে টাকা এলে যা খুশি করবার মনটা তার তৈরি হয় হাজার বিনোদনের হাতছানিতে। বিনোদনের বৈচিত্র্য তৈরি হয় বিনোদনের প্রচারক ও বিক্রেতাদের ঘরে। উজ্জ্বল আলোর নিচে বড় বড় হোর্ডিং, ওয়েবসাইট, টিভি, এমনকি মোবাইলের ছোট্ট স্ক্রিন অবধি পৌঁছে যায় বিনোদনের প্রচারকেরা। লক্ষ লক্ষ টাকার মোটর সাইকেল প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে ভোগের উপকরণ হয়ে ওঠে। তাই বছরে বছরে হাত বদল হয় এসব গতির যন্ত্রদের। মোবাইল শুধু খবর আদান-প্রদানের উপকরণের সীমানা ছাড়িয়ে আজ হাজার খেলার দামি খেলনা। বিউটি পার্লারের একঘন্টার রূপচর্চা অনায়াসে হাতবদল ঘটায় হাজার হাজার টাকার। রেস্টুরেন্টে কেউ পুষ্টির জন্য যায় না। অল্প আলোর মায়াময় পরিবেশ খাদ্যকে নিয়ে যায় পুষ্টির জগত ছাড়িয়ে এক অনবদ্য ভোগের বিশ্বে। যেখানে খবরের কাগজ খুললে খবরের চেয়ে ভোগের উপকরণের প্রচার পাতায় পাতায় মনকে আন্দোলিত করে। সেখানে কৃষকের আত্মহত্যা, খনি দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, বন্যার খবর নেহাতই আলুনি। তাই এমন কাগজ বিক্রির কৌশল, রঙিন ক্রোড়পত্র। নেহাতই যারা ওইসব 'আলুনি' খবর জানতে আগ্রহী, তাদের খুঁজতে হবে পঞ্চম কি ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলম। এমন ভোগের প্রচারে আচ্ছন্ন দৃশ্য-শ্রাব্য জগত। ভোগই বাঁচার সংজ্ঞা, এই ধারণা ছড়িয়ে যাচ্ছে কচি-কাঁচাদের জগতে। তাই কম্পিউটার গেম বিক্রি হয় হাজার হাজার টাকায়।

বঞ্চনা যেমন মানুষকে সুস্থজীবন থেকে দূরে ঠেলে দেয়, লাগামছাড়া ভোগও তাকে অসুস্থতার চক্রে বেঁধে ফেলে। অথচ ভোগবাদী জীবনের প্রচার চলছে বিরামহীনভাবে। যে কিশোর-যুবক দামাল ভোগের হাওয়ায় নিজেকে উড়িয়ে দিচ্ছে ঘুড়ির মতো, সে বুঝতে পারে না, যে সূক্ষ্ম সুতোর ওপর নির্ভর করে সে ভোগের আকাশে ওড়ে তার অপর প্রান্ত ধরা আছে অদৃশ্য যাদুকরের হাতে। সেই যাদুকরেরা তার ইচ্ছার মোড় ঘোরায় এদিক থেকে ওদিকে। সে ভাবে, তার নিজের ইচ্ছায় সে সব করছে। ভোগবাদী ব্যবস্থাটা এইভাবেই চলে। আমাদের দেশে শিক্ষার আলো এখনও সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। ফলে বিচার করার, বোঝার, ভাবার যে ক্ষমতা শিক্ষার আলোয় বিকশিত হয় তা ঘুমিয়ে আছে এইসব হতভাগ্যদের মনের গভীরে। ফলে ভোগবাদী প্রচারের মায়াময় আলোয় এরাই আকৃষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। শিক্ষা যে সবসময় তাকে রক্ষা করে তা নয়, তবে রক্ষা পাবার পথটা তার সামনে খোলা থাকে। রেলওয়ে স্টেশন চত্বর, ফুটপাথ যেমন ড্রাগ ব্যবসায়ীদের কাছে খোলা ময়দান, কলেজের হোস্টেলও তার কাছে অগম্য নয়। এই সর্বগ্রাসী ভোগের তত্ত্ব এক হিংসাশ্রয়ী মানসিকতার জন্ম দেয় অনায়াসে। যেনতেন প্রকারে, কেড়ে, মেরে নিজের স্থূল ভোগের লিপ্সা পূরণের সমর্থন সে পায় ভোগবাদের লাগামহীন প্রচারে। তাই কাপড় বিক্রেতা অনায়াসে প্রচার মাধ্যমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায় একটি লেখা—আপনার কাপড় পড়শির ঘুম কেড়ে নেবে। এভাবে আপনার বাড়ি, আপনার গাড়ি অন্যের হিংসার উদ্রেক করবে, আর আপনি মুচকি হেসে সেই হিংসাকে উপভোগ করবেন, এমন প্রচারও সামাজিক বৈধতা পায় এখন। তাই প্রতিদিনের জীবনে এই হিংসাকে বৈধতা দিতে গিয়ে, লেখাপড়ার জগত, খেলাধূলার জগত, রাজনীতির অঙ্গন, সর্বত্র হিংসাকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে সূক্ষ্ম ভাবে।

এই ভুল পথ থেকে বেরিয়ে আসা হয়তো খুব সহজ নয়। তবে কঠিন বলে, ভুল পথেই পড়ে থাকতে হবে, এ কথা তো বলা সম্ভব নয়। ইতিহাস কখনও ভুল পথে অনন্তকাল চলে না। তাই ভোগের এই সর্বগ্রাসী রূপ ফিকে হবে। হয়তো নতুন ছেলেমেয়েরাই নতুন পথ দেখাবে। ইতিহাস অবশ্য সে কথাই বলে বারবার।

শূন্য কুম্ভ

শিবানন্দ পাল

রাজ্যে পঞ্চম তথা শেষ দফা লোকসভা নির্বাচনের আগে সারদা কেলেঙ্কারি তদন্তভার সুপ্রিম কোর্ট সি বি আইকে দেওয়াতে তৃণমূলের প্রচণ্ড রাগ। ১২ তারিখ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফার ভোট। সতেরোটা কেন্দ্রে এদিন ভোট। কলকাতার দুটি, দুই ২৪ পরগনার ৯টি, পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি, নদীয়ার ২টি, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এবং ঘাটালের ভোট। কিন্তু নির্বাচনের দু'দিন আগে কলকাতা সহ ওইসব জায়গায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস নামিয়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। বেলঘরিয়ায় সি পি আই(এম)-এর অফিস ভাঙচুর করেছে। ওদের আক্রমণে তিনজন সি পি আই(এম) কর্মী গুরুতর রূপে আহত। ডি ওয়াই এফ আই-র রাজ্য সভাপতি নয়নদীপ মারাত্মকভাবে জখম। তাঁর মাথায় চারটি সেলাই করতে হয়েছে। তৃণমূলের হামলা ভাঙড়ে। হামলা রেলেঘাটায়। পুলিশ, প্রশাসন নির্বাচন কমিশনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বহরমপুরে তৃণমূলের বাইক মিছিল আটকে হেনস্থার শিকার হয়েছেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। দশ মিনিটের বেশি সময় ধরে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায়। রাজ্য পুলিশ সে সময় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। অসহায় হয়ে তিনি গাড়িতে গিয়ে বসেন। কার্যত নির্বাচন কমিশনকে এইদিন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ঠুঁটো জগন্নাথ-এ পরিণত করেছে যা টিভির মাধ্যমে রাজ্যবাসী ঘরে বসে দেখলো।

শাসকদলের শুধু সারদা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া নয়, গত তিন বছরে রাজ্যে নারী নির্যাতনের যতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তার অধিকাংশ ঘটেছে কলকাতা এবং লাগোয়া জেলাগুলিতে। মমতা ব্যানার্জীর সরকার এ রাজ্যে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এই অবস্থায় তৃণমূলের ছত্রছায়ায় দুষ্কৃতীদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, বেড়েছে ওদের আস্পর্ধা। শেষ দফায় ভোট লুটের চেষ্টায় ভোট এলাকার বাইরে থেকে দুষ্কৃতী জড়ো করছে তৃণমূল।

কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়ায় বেসরকারি হোটেল, পুরসভার অতিথিশালাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথায় প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি, কোথায় নির্বাচন কমিশনের প্রতিক্রিয়া! তারা যে আছেন রাজ্যবাসী টের পাচ্ছেন না। নিজের প্রাণ নিজের হাতে নিয়ে রাজ্যবাসী নিজের ভোট দিতে যাচ্ছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস চারদিক সন্ত্রস্ত করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তাপস সিনহার উপর আক্রমণ হয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার ব্যারাকপুর অঞ্চলে ভোটারদের কাছ থেকে পরিচিতিপত্র কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দমদমে হুমকি, হামলা চালাচ্ছে তৃণমূল— '১৬ তারিখের পরে যত বড় লিডার হও, হাত কেটে নেবো।' চাপা এই সন্ত্রাসের মুখেও মানুষ বলছে, 'তোমরা যত মারবে, প্রতিরোধ হবে দ্বিগুণ।' এই মানুষই জয় আনবে।

প্রথম দফায় কোচবিহারে শতাধিক বুথ দখল। বের করে দেওয়া হয়েছে বামফ্রন্টের এজেন্টদের। সব বুথে কেন্দ্রীয়বাহিনী কেন রাজ্য পুলিশ ছিল নেমেছেন কমিশনও। দ্বিতীয় দফায় উত্তর দিনাজপুরের তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ ছিল। মালদহের কিছু জায়গায় বামফ্রন্টের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দফায় ৯টি কেন্দ্রে কার্যত তাণ্ডব চালায় তৃণমূল। ৮২৬ কেন্দ্রে পুনরায় ভোট দাবি করে বামফ্রন্ট। আরামবাগ, বোলপুরে ভোটের নামে প্রহসন চলে। হাওড়ার ১৪ নং বুথে সব ভোট দেয় তৃণমূল কর্মীরাই। বেশ কিছু ভোটার প্রতিবাদ জানালে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা বুথে বসেই জানায়—'নাম লিখে রাখছি। রাতে ব্যবস্থা হবে।' ব্যবস্থা নেয়নি কমিশন। কার দিকে সমালোচনার ঝড় ওঠায় ৪৩ বুথের রিপোর্ট, ভিডিও চেয়ে পাঠায় নির্বাচন কমিশন। ভোটগ্রহণে নজরদারি বাড়াতে নতুন নির্দেশিকা দেয় কমিশন।

তবু অবাধ হল না চতুর্থ দফার নির্বাচন পর্ব। মানুষের দৃঢ়তায় কমলো ভোট লুট। ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ কমিশন।

এরপরই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যে নেমে এল সারদায় সি বি আই আতঙ্ক। তৃণমূল নেতৃত্ব আশঙ্কায় দিশেহারা। পঞ্চম ও শেষ দফা নির্বাচনে শাসক তৃণমূল দলের ঠ্যাঙেড়ে বাহিনীর আক্রমণের মুখে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে মানুষ বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো— জানকবুল লড়তে হবে। প্রচার শেষেই নেমে এল আক্রমণ। নির্বাচনের দু-দিন আগেই রক্তাক্ত হলো বেলঘরিয়া, কাশীপুর, বেলেঘাটা। কোনোমতেই ভোটাধিকার ছাড়বে না মানুষ। ভোট লুটের আয়োজনের মধ্যেই প্রতিরোধের প্রত্যয় জন্ম নিল। কোথায় কেন্দ্রীয়বাহিনী!

মানুষের মুখে প্রশ্ন—কোথায় নির্বাচন কমিশনের হুঙ্কার। তারা নির্বাচন মণ্ডলীকে ভোট দেওয়ায় উৎসাহ দিচ্ছেন মুখে পমেটম লাগিয়ে ঘন ঘন টিভির চ্যানেলে। ভোটের জন্য ঘরছাড়া মানুষকে ঘরে ফেরার উৎসাহ দিচ্ছেন। ঘরে ফেরা মানুষ নতুন করে মারা গেল ভোট দিতে গিয়ে। প্রাণ সংশয়—দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হল তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মরিয়া আক্রমণ শুরু তৃণমূলের পক্ষ থেকে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন কথায় কথায় এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের দাবি তুলতেন। ২০০৯, ২০১১ দুটি নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার নির্বাচকমণ্ডলী যে নির্বাচন দেখেছিল, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন তার থেকে কতটা আলাদা—এই ব্যতিক্রমী ছবি তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর আগামী সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া যাবে। পশ্চিমবাংলায় আইনশৃঙ্খলা আজ তাঁর হাতে কোথায় নেমেছে!

কিন্তু এ যে বাহাত্তরের ভোটকেও ছাপিয়ে গেল! ১৯৭২ সালে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল বারুদে ঠাসা। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। নকশালী হামলার নামে মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, পুলিশ হত্যা—আর পাল্টা হিসেবে মাঝরাতে যুবকদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাপিশ্ করে দেওয়া! এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে সুযোগ এনে দিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম। ইন্দিরা ইজ ইণ্ডিয়া—রাতারাতি এশিয়ার সূর্য হয়ে উঠেছিলেন। বাহাত্তরের ভোট সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁর 'সাবভার্সান অব পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল' বইতে লিখেছেন— ওই নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ সাজানো। কারচুপি হয়েছে ৫১টি কেন্দ্রে।

১৯৬৯, ১৯৭১-এর নির্বাচনে উপর্যুপরি বামপন্থীদের জয়ে দেখা গিয়েছিল লাল আবিরের ছড়াছড়ি। ৭২-এর নির্বাচনে প্রথম রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দেখা গিয়েছিল সবুজ আবিরের হোলি। একইভাবে ১৯৭৭ থেকে ২০১১ একটানা চৌত্রিশ বছর ছিল লাল আবিরের সমারোহ। ২০১১, ১৬ মে আবার সবুজ আবিরে মেতেছিল বাংলা। আগত পরিবর্তনকে ঘিরে ছিল নানা রূপকথা, নানা স্বপ্ন নির্মাণের মহাকাব্য। তিনটি দশক নয়—মাত্র তিনটি বছর!

রূপকথার পরীর মুখোশ খুলে কঙ্কাল মুখ বের হয়েছে। মহাকাব্যিক মেদ ফুলে কলা গাছ তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদে। এক সারদার চাপান-উতোরে আর বানভাসী শিলায় কপাল পুড়েছে তৃণমূলের। প্রতিশ্রুতি পালনে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সদর্থক প্রশাসনিক ভূমিকা না নিতে পারা আর তৃণমূল কর্মীদের হিংসাত্মক কাজকর্ম—গণতন্ত্রের নামে শাসক দলকে লাম্পট্যের চূড়ায় তুলে দিয়েছে।

হাজার হাজার বামপন্থী কর্মী সমর্থক এলাকাছাড়া। একেক দফা নির্বাচনে পুলিশ, মস্তান-গুণ্ডামি ব্যাপক আকার নিচ্ছে। পুলিশ কোথাও সহযোগী, কোথাও নির্বাক দর্শক। তখন নির্বাচন কমিশনের এত রমরমা ছিল না। ঢাক-ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে শেষে নির্বাচন কমিশন প্রমাণ করলেন তারা শূন্য কুম্ভ! যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না!

সারদাকান্ড

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

মৎস্যকন্যা এসেছিল শৃঙ্গার বিভঙ্গে,
চুম্বন ইশারা হেনে অপাঙ্গে।
প্রতিশ্রুতি ছিলো নিবিড় আলিঙ্গন,
অন্তহীন প্রগাঢ় ভালবাসার।

পুলকিত বিভ্রান্ত, পরাজিত রিপু
ঝাঁপিয়েছিল সাগরের অতলতলে,
অমৃতভাণ্ডের সন্ধানে,
স্বচ্ছনীল জলে।

মৎস্যকন্যার ছদ্মবেশে স্টিং-রে
অপেক্ষায় ছিলো।
কলিজা এফোঁড়-ওফোঁড় করে
ভালবাসার প্রতিদানে দিলো
তারবারিসম লেজের ঝটকা।
স্বচ্ছ নীল জল পালটে গেল ক্রমে,
ঘোলাটে রক্তিম কর্দমে।

এবার বোরো ধান উৎপাদনে চাষির চোখেমুখে খুশির ঝিলিক

বিশেষ প্রতিবেদন : বোরো ধানে 'নবান্ন' হয় না ঠিকই, কিন্তু এই ধান চাষির জীবনে এনে দেয় আর্থিক নিশ্চয়তা। খরিফ মরশুমের ধান চাষির পেটের ভাতের যোগান দেয়। আর বোরো ধান ঠিকঠাক বাড়িতে এলেই বাড়িয়ে দেয় দ্বিগুণ ভরসা। এবার বোরো ধান উৎপাদনে চাষির চোখেমুখে খুশির ঝিলিক। গতবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বোরো চাষির জীবনে নেমে এসেছিলো অনিশ্চয়তা, ফলন পেয়েছিলে গড় ১০-১২ বস্তা (৬০ কেজি) বিঘা পিছু। এবার প্রকৃতি বোরো চাষের সহায়ক থাকায় বিঘা পিছু ফলন হয়েছে ১৮ বস্তা (৬০ কেজি)। কারও কারও হয়েছে ২০ বস্তা বিঘা পিছু। বেশ কয়েকবছর পর চাষি এই ফলন পেয়েছে। সেই সঙ্গে ঠিকমতো বাড়িতে ধান আনতে পেরেছে।

কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ— এই প্রবাদবাক্য আজও মানতে হচ্ছে সকলকে। গরমের পারদ যখন ৪০°-৪২° ছুঁই ছুঁই, বৈশাখের দহনে প্রকৃতি যখন খাক হয়ে যাচ্ছে, মানুষের হাঁসফাঁস অবস্থা, ঠিক তখনই বোরো চাষির মুখে স্বস্তির হাঁসি। এবার দামও স্বস্তি দিয়েছে চাষিকে। ধান তুলেই চাষি পাচ্ছে ৮০০ টাকা বস্তা। যেখানে গতবার ধানের দাম ছিলো ৫৫০-৬০০ টাকা বস্তা। গতবার ক্ষতির মুখে চাষিকে আত্মহত্যা করতেও হয়। গতবার সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো ভাগচাষিরা। এবার ভালো দাম পাওয়ায় দু'পয়সা লাভের মুখ দেখবে ভাগচাষিরা। তবে এই দামের জন্য সরকারের কৃতিত্ব নেই। প্রতিবেশী রাজ্য এবার ধান টানছে বেশি। সেইসঙ্গে বাইরের রাজ্য থেকে চালও আসছে না। অর্থাৎ শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলা প্রতিবেশী রাজ্যকে টক্কর দিয়েছে। সহায় থেকেছে প্রকৃতি।

এবার জেলাতে ডিভিসি ক্যানেল এলাকায় বোরো চাষ হয়েছে ১ লাখ একরে। এছাড়া সাবমার্শিবল এলাকায় চাষ হয়েছে প্রায় ১ লাখ একর জমিতে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি চাষ হয়েছে গলসি, বর্ধমান সদর, মেমারি, জামালপুর ব্লকে। কালবৈশাখি সেরকম না হওয়ায় চাষিও ধান ঘরে তুলতে পেরেছে। কুলজোড়ার চাষি অরুণ বিশ্বাস ৬ বিঘা জমি চাষ করেছেন। এর মধ্যে ২ বিঘা ভাগে চাষ। গতবারের থেকে এবার খুব খুশি। নিজের জমিতে ৮০০০ টাকা খরচ। ভাগের জমিতে ৮৫০০ টাকা। এবার লাভও ভালো। এবার চাষি নতুন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছে বেশি। প্রায় প্রতিটি মাঠে ধান ঝাড়াই মেশিনে ধান তুলেছে চাষি তাড়াতাড়ি। ফলে তোলার খরচও অনেক কম। যেখানে বিঘা পিছু ক্ষেতমজুর লাগিয়ে ধান তুলতে দু'হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, সেখানে ঝাড়াই মেশিন ব্যবহার করে এক হাজার টাকা খরচ। সময়ও সাশ্রয় অর্ধেক। সংকটে পড়েছে ক্ষেতমজুররা।

তবে এই ফাটকা দাম পেয়ে চাষিদের চাষে উৎসাহ বাড়বে ঠিকই, কিন্তু যেভাবে সার, কৃষি সরঞ্জামের দাম নাগালের বাইরে বাড়ছে, তাতে দাম কমলেই চাষির আত্মহত্যা আবার বাড়বে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সঞ্জীব কুমার হালদার, পিতা হৃদয়নন্দ হালদার, ছোটনীলপুর, আমবাগান, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত আমার নাম সঞ্জীব কুমার হালদার-এর পরিবর্তে তপন হালদার নথিভুক্ত হয়েছে। আমার কন্যার স্কুল সার্টিফিকেটে ভুলবশত SNEHA HALDER -এর পরিবর্তে SNESHA HALDER নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার কন্যা সর্বত্র SNESA HALDER নামে পরিচিত হল। SNESHA HALDER এবং SNEHA HALDER এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি বেবী কৌর, স্বামী চাঁদ সিং, বাহির সর্বমঙ্গলাপাড়া, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৬ মে, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, বি. এম. সি. এইচ হাসপাতালে আমার কন্যার ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম বেবী কৌর, স্বামী চাঁদ সিং -এর পরিবর্তে বেবী পাল, স্বামী লক্ষণ পাল নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র বেবী কৌর, স্বামী চাঁদ সিং নামে পরিচিত হলাম। বেবী কৌর, স্বামী চাঁদ সিং এবং বেবী পাল, স্বামী লক্ষণ পাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কাজল মালাকার, স্বামী ভবরঞ্জন মালাকার, ছোটোনীলপুর, ২ নং শাঁখারীপুকুর, পোঃ - শ্রীপল্লী, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১২ মে ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম কাজল মালাকার যা রেশনকার্ডে ভুলবশত সুজাতা মালাকার নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র কাজল মালাকার নামে পরিচিত হলাম। কাজল মালাকার ও সুজাতা মালাকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বনমালী ব্যানার্জীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ মে : মেমারি দক্ষিণ রাধাকান্তপুর এলাকার সি পি আই(এম)-র প্রাক্তন সদস্য বনমালী ব্যানার্জীর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭। বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগে তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকার মানুষের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে পার্টির সাথে যুক্ত হিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে পার্টির সদস্য পদ পান। বয়সের কারণে ২০১০ সালে পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দেন। তিনি এ বি পি টি -এর বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। মেমারি সার্কেলের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত মেমারির আমাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-এর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ বি পি টি-এর সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন তিনি এই সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। সদস্যপদ ছেড়ে দেওয়ার পর বামফ্রন্টের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ কনের। এলাকার মানুষজন তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। বনমালী ব্যানার্জীর স্ত্রী ও পার্টি সদস্য ছিলেন। তিনি আগেই মারা গেছেন। একপুত্র, দুই কন্যা এখন বর্তমান।

সি পি আই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ মে : মেমারি-১ পশ্চিম লোকাল কমিটির অন্তর্গত উলড়া এলাকার সি পি আই(এম) ঘনিষ্ট দরদী রামলাল বিশ্বাস আজ সকাল ৭টায় জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন এলাকায় খুবই জনপ্রিয়। রাজ্যজুড়ে পরিবর্তনের পর যে সন্ত্রাস শুরু হয়েছিল উলড়া গ্রামেতেও তার ব্যতিক্রম ছিলনা। গত তিন বছরে সন্ত্রাসের সময় তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গত ৩০ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনে সন্ত্রাস কবলিত এলাকার একটি বুথে নির্ভীকভাবে এজেন্ট বসেছিলেন। রামলাল বিস্বাসের মৃত্যুতে এলাকাবাসী শোকাহত। তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা বর্তমান।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

By Courtsy
S. K. Banerjee
Burdwan

চিকিৎসক সি বি চ্যাটার্জীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ মে : বর্ধমানের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ চন্দ্রভূষণ চ্যাটার্জী (সি বি চ্যাটার্জী) দীর্ঘ রোগ ভোগের পর বর্ধমানের খোসবাগানে নিজ বাসভবনে ১০ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁর আগেই স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল। এক পুত্র বর্তমান। বর্ধমানের মন্তেশ্বরের সিংহালি গ্রামে তাঁর জন্ম। কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত থেকে তিনি এম আর সি পি এবং এফ আর সি পি ডিগ্রি লাভ করেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অধ্যাপক ও চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তার মৃত্যুতে চিকিৎসক মহল ও সর্ব ধারনের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

কৃষকনেতা সচ্চিদানন্দ সরকার প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ, ১০ মে : অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক, সি পি আই(এম) খণ্ডঘোষ লোকাল কমিটির সদস্য, কৃষকনেতা সচ্চিদানন্দ সরকার কিছুদিন রোগভোগের পর সেহারা বাজারে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিন পুত্র স্ত্রী বর্তমান। আমৃত্যু বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তিনি ৫৪ সালে সি পি আই দলের সদস্যপদ লাভ করেন। এলাকার কৃষক ক্ষেতমজুর আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেন। শুধুমাত্র কৃষক ক্ষেতমজুর নয় এলাকায় পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গোকুলানন্দ রায়ও জগবন্ধু হাজরার সঙ্গে থেকে অন্যতম সংগঠক হিসাবে কাজ করে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন এ বি পি টি-এর খণ্ডঘোষ সার্কেলের সম্পাদক ছিলেন ১২ জুলাই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য ছিলেন। সাদাসিদে অমায়িক ব্যবহার সচ্চিদানন্দ সরকার সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনা মাত্র সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার গভীর শোক প্রকাশ করেন ও মরদেহে মাল্যদান করেন খণ্ডঘোষ জোনাল সম্পাদক দেশবন্ধু হাজরা সহ বহু সি পি আই(এম) কর্মী সমর্থক সাধারণ মানুষ। শোক মিছিলের মধ্য দিয়ে শ্মশানে শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

সি পি আই(এম) কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ, ৮ মে : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) দলের সদস্য, কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নেতা রওযান আলি আহলাদীপুর গ্রামে ৮ মে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। সত্তর দশকের কালা দিনগুলিতে কংগ্রেসি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন আহলাদীপুর গ্রামীণ লাইব্রেরি শহিদ স্মৃতি সংঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর তিন কন্যা সহ নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

হেরিটেজ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : 'বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্র' ও 'বর্ধমান হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এবং সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ এণ্ড ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া'-র সহযোগিতায় 'ঐতিহ্য ও তার সংরক্ষণ' বিষয়ে ৪ মে বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব সভাঘরে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত ভাষণ দেন বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সহ-সভাপতি অজয় কুমার ঘোষ, কর্মশালার বক্তব্য রাখেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সদস্য পার্থরঞ্জন দাশ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিদ্ধেশ্বর আচার্য, শিবশংকর ঘোষ, শিবানন্দ পাল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের অধিকর্তা গোপীকান্ত কোঙার। সমগ্র কমশালাটি সঞ্চালনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সৈয়দ তানভীর নাসরিন ও 'বর্ধমান হেরিটেজ অ্যাসোসিয়েশনের' সাধারণ সম্পাদক সর্বজিৎ যশ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। হাওড়া জেলার বেলুড়ে, ১৮৯৭ সালের ৫ মে, মৃত্যু ১৫-১১-১৯৬১; ২। মস্কো থেকে ১৯১২ সালের ৫ মে মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম প্রকাশিত হয়; ৩। ১৯৯৯ সালের ৫ মে, জি পি এস উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে, ২৯,০৩৫ ফুট উচ্চ; ৪। ২০০০ সালের ৬ মে, জন্ম ১৪-১-১৯১১; ৫। তিব্বতী পর্বতারোহী সিরেন ওয়াংসু, ২০০৮ সালের ৭ মে; ৬। ২০১১ সালের (রবীন্দ্র সার্ধশতবর্ষে) ৭ মে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং; ৭। ১৯৭৪ সালের ৮ মে, টানা ২৩দিন চলেছিল; ৮। আমেরিকার দাসবিদ্রোহী নিগ্রো নেতা, জন্ম ১৮০০ সালের ৯ মে, মৃত্যু ২-১২-১৮৫৯; ৯। ইউরোপ মহাদেশে, ১৮৬৭ সালের ১০ মে, লুক্সেমবুর্গ; ১০। ১৯১২ সালের ১০ মে, শহিদ হন ২৩-৫-১৯৭১; ১১। ১২ মে সেবাব্রতী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল স্মরণে, ১৮২০ সালের ১২ মে, মৃত্যু ১৩-৮-১৯১০; ১২। শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ১৮৬৩ সালের ১২ মে, মৃত্যু ২০-১২-১৯১৫।

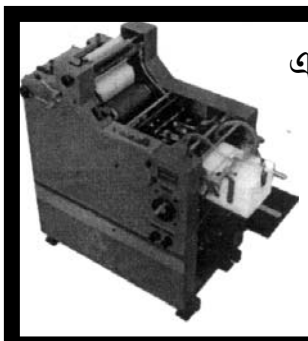
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
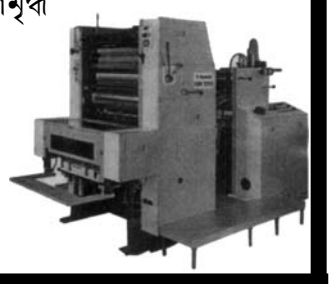
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা